ভোরের কাগজ

MAR. 07 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম ... 6 ...

গজারিয়ার ৪২টি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণ ও স্থান সঙ্কুলানের অভাবে গজারিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। উপজেলার ৪২টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ উপজেলার আটটি ইউনিয়নে সরকারি ৬৩টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড ৪টি ও ১৮টি কমিউনিটি বিদ্যালয় রয়েছে। কাগজ-কলমে শতকরা ৯৬ ভাগ শিশু স্কুলে যায় বলা হলেও বাস্তব চিত্র অন্য রকম। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এ উপজেলা স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ২১ হাজার ৫০ জন এবং বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ২০ হাজার ২৫০ জন বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে স্কুলে যায় এর চেয়ে অনেক কমসংখ্যক শিশু। বিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্গে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির হার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই মোট ছাত্রছাত্রীর ৫০ ভাগও বিদ্যালয় চলাকালে উপস্থিত থাকে না। তবে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচিভুক্ত বিদ্যালয়ে তুলনামূলকভাবে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি একটু বেশি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮০ জন শিক্ষকের মধ্যে দুজন প্রধান শিক্ষক ও নয়জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। উপজেলার হোসেনদী ও ইমামপুর ইউনিয়নের ২৭টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচি নিয়েও উপজেলার অধিকাংশ বরাদ্দপ্রাপ্ত স্কুলে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ডিটিকান্দি, ভবেরচর, আলীপুরা, পুরান বাউশিয়া কালিপুরা, বাঘাইকান্দি, ফুলদী, গোস্বাইরচর ও নতুন চরচাষী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা বসতে পারছে না। অনেক সময় মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা নেই। ৩৯নং কালীপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যেকোনো সময় মেঘনার গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। পুরোনো ভবন ভাঙার পর ১৮নং আলীপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর স্থানীয় দুই পক্ষের সীমানা সংক্রান্ত মামলার কারণে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। এমনকি জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া হয় না।

আমিরুল ইসলাম নয়ন
ডিটিকান্দি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ